তারিখ ... 21 FEB 2017
পৃষ্ঠা ... ২ ... ৭ ... ৯

যুগান্তর

সিংগাইরে শিক্ষক সমিতির দুর্নীতি

মুহ. মিজানুর রহমান বাদল, *সিংগাইর (মানিকগঞ্জ) থেকে*

সিংগাইর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির বিরুদ্ধে ব্যাপক অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। রীতিমতো সমিতি মোটা অংকের উৎকোচ গ্রহণ করে এনসি টিবির তালিকা বহির্ভূত নিম্নমানের নোট গাইড ও গ্রামার বইপাঠ্য তালিকাভুক্ত করেছে। সমিতির সভাপতি আক্রাম হোসাইন ও সাধারণ সম্পাদক আবুল হোসেন পুথিনিলয় প্রকাশনীর 'সংসদ-একের ভিতর সব' নোট গাইড ও গ্রামার বই সিলেকশন দেয়া বাবদ ২৫ লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। ওই টাকার বিনিময়ে এ সমিতির অন্তর্ভুক্ত ২৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শুধুমাত্র ২০১৭ সালের জন্য পুথিনিলয় প্রকাশনীর নোট গাইড ও গ্রামার বই চালানোর চুক্তি করেন। এতে সমিতির সভাপতি, সম্পাদক ও উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা এম আবু ওবায়দা আলী, সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা মো. মনিরুজ্জামানসহ কতিপয় শিক্ষক নেতা এবং প্রতিষ্ঠানের প্রধানরা লাভবান হচ্ছেন। শিক্ষক সমিতি বিগত শিক্ষাবছরগুলোর মতো এবারও এনসিটিবিকে তোয়াক্কা না করে বেছে নিয়েছেন নিম্নমানের নোট গাইড ও গ্রামার বই। ফলে, মূল ধারার শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে পিছিয়ে পড়ছে এ অঞ্চলের শিক্ষার্থীরা। শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, ৬ষ্ঠ শ্রেণীর বাংলা ইংরেজি ও গ্রামার বইসহ পুথিনিলয় প্রকাশনীর নোট-গাইড বইয়ের দাম ১ হাজার ১৫০ টাকা। একই প্রকাশনীর সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে নেয়া হচ্ছে ১ হাজার ৫৫০ টাকা এবং নবম শ্রেণীর সব বিষয়ের সহায়ক বইয়ের দাম ৪ হাজার টাকার উপরে। তারা আরও অভিযোগ করে বলেন, জাতীয় পাঠ্যক্রম বহির্ভূত এসব বই পড়ে স্কুল পরীক্ষায় ভালো নাম্বার পাওয়া গেলেও জেএসসি ও এসএসসি পরীক্ষায় কাঙ্ক্ষিত ফলাফলে বিপর্যয় ঘটছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক শিক্ষক অভিযোগ করে বলেন, প্রকাশনী সংস্থা পুথিনিলয়ের কাছ থেকে নেয়া এসব টাকা দায়িত্বশীল সরকারি কর্মকর্তা ও শিক্ষক সমিতির নেতারা আমোদ-প্রমোদে খরচসহ ভাগ-বাটোয়ারা করে নেন। ২০১২ সালে শিক্ষক সমিতির এ অবৈধ বই বাণিজ্যের অনিয়ম-দুর্নীতি তুলে ধরে উপজেলার বায়রা ইউনিয়নের স্বরূপপুর গ্রামের মুন্সী খলিলুর রহমান জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্য পুস্তক বোর্ড চেয়ারম্যান বরাবর লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছিলেন।